গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

ছোটগল্প হল এমন এক শিল্পপ্রকরণ, যা সারা বিশ্বের কথাসাহিত্যধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। প্রকৃতির নিয়মেই সময়ের পালাবদলে মানুষের মনন, চিন্তন, রুচি-বদলের অভীপ্সা দেখা যায়। মন নতুন কিছু অন্বেষণ করে। এই অন্বেষণের প্রকরণরূপে ছোটগল্প পাঠকের কাছে অন্যরকমের তৃপ্তি এবং স্বাদের বাহার নিয়ে হাজির হয়েছিল। বলা যায়, উনিশ শতক হল সার্থক ছোটগল্প নির্মাণের উর্বর সময়ভূমি। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পও কুলীনতায় বিশ্বসাহিত্যে জায়গা করে নিতে পারে। প্রাক্ রবীন্দ্রপর্বে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রা বাংলা ছোটগল্পের যে সলতে জ্বলা আরম্ভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সোনার হাতের পরশ তাকে ফুলে-ফলে বিকশিত করে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং পরবর্তী ছোটগল্প লেখকরা সেই সাধনাকে আরও চিত্তোৎর্ষের শিখরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন এবং করে চলেছেন। বিশ শতকের ষাটের দশকে গল্প লিখতে আরম্ভ করা এবং পরবর্তী প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আমৃত্যু সাহিত্যকর্মে নিরলস নিয়োজিত থাকা বহুমাত্রিক জীবন-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও জীবনরসিক জীবন সরকার তাঁর ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছেন। জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখার প্রয়াস চলেছে তাঁর সৃজনকর্মে তথা সাহিত্যে। এই সাহিত্যিকের জন্ম ইংরেজি ৫ই নভেম্বর ১৯৪১ সালে ঢাকার বিক্রমপুরের বালিয়াকান্দা গ্রামে। মাত্র ছয় বছর বয়সে দেশ ভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে চলে আসেন উত্তরবঙ্গে এবং তারপর পড়াশোনা ও জীবিকার জন্য নগর কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

জীবন সরকারের এই সুদীর্ঘ পদচারণার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁর লেখায় বারবার উঁকি দেয় বাংলাদেশ, উঁকি দিয়ে যায় উত্তরবঙ্গ। বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের স্মৃতি তাঁকে আলোড়িত করে, তাঁকে বিহ্বল করে। তাঁর গল্পে যেখানেই বাংলাদেশের কথা এসেছে— সেখানেই যেন মনে হয় এক স্নিগ্ধ অতীত তাঁকে ঘিরে ধরেছে। যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই ভূমিতে, তাঁকে ভরিয়ে তুলেছে চেনা জানা এক জগৎকে পুনরাবিষ্কারের আনন্দে। উত্তরবঙ্গের নদী-নালা, প্রকৃতি— তাঁর আত্মায়, আর মস্তিষ্কে নগর কলকাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাংলার এবং বাংলার বাইরের বাঙালীদের জীবনচিত্র, সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না-ব্যথা, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের চিত্রকে ছোটগল্পের অক্ষরে এঁকে দিয়েছেন এক দরদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে। সমকালীন সময়ে আরও অনেক ছোটগল্পকার

গ্রামীণ পটভূমি, উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে একেবারে মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবন ভাণ্ডারের চিত্র তাঁদের লেখায় এনেছেন, তবে এঁদের থেকে জীবন সরকার একেবারেই স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে জীবন সরকারের ব্যক্তিগত জীবন বা জীবন অভিজ্ঞতা।

মানুষ ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব নেই। সমাজকে বাদ দিয়ে মানব সৃষ্ট সাহিত্যও হয় না। তাই মানুষ— সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর সম্পৃক্ত। সাহিত্য মানুষের মনের ভাবনার উপাদান অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। তাই কোন সাহিত্য পাঠ করলে আমরা সমসাময়িক সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। জীবন সরকারের স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্প গুলিতে এই সময়কার মানুষের জীবনচিত্র নিশ্চিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন স্বতন্ত্র। মানুষের মন স্বরূপগত জটিল। কোন মানুষ ধূর্ত, অসাধু, কুট প্রকৃতির আবার কোন মানুষ সৎ, সরল, আদর্শনিষ্ঠ হয়। শঠ, প্রতারক, নীচমনা লোভি মানুষও আছে। মানব চরিত্র সম্পর্কে জীবন সরকারের প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়লে পাঠক এই শিক্ষা লাভ করে যে, মানুষ অবিমিশ্র ভালো কিংবা মন্দ নয়— ভালো ও মন্দের জটিল মিশ্রণে মানব স্বভাব গঠিত। আর তাই মানুষকে সম্পূর্ণ বোঝা এত কঠিন। এই বিচিত্র রকমের মানুষের ভাবনাগুলিকে জীবন সরকার তাঁর গল্পের বিষয় করেছেন। জীবন সরকারের সঙ্গে তাঁর সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য প্রায় সকল লেখকের সঙ্গেই গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর আত্মকথনমূলক লেখাগুলি থেকে জানতে পারি, বিখ্যাত লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'ন হন্যতে' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিজে পাঠ করে জীবন সরকারকে শোনাতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর হার্দিক সম্পর্ক ছিল। ভাষাবিদ পবিত্র সরকার জীবন সরকারের বিখ্যাত গল্প 'চালি' পড়ে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে, এই গল্পটির সঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত লেখক মার্ক টোয়েনের মিসিসিপি নদীর মাঝি-মোল্লাদের জীবনযাত্রা নিয়ে যে গল্পগুলি আছে তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবন সরকারের 'কাছিম' গল্প বাংলা সাহিত্যজগতে এত বিখ্যাত হয়েছিল যে, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবি মণিন্দ্র রায় প্রমুখরা জীবন সরকারকে দেখা হলেই কাছিম বলে ডাকতেন। 'কাছিম' গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ পাইন। 'কাছিম' অন্যান্য অনেক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। 'সেজানের দিনরাত্রি' গল্প পড়ে গদ্যকার কল্যাণ মৈত্র জীবন সরকারকে প্রখ্যাত ফরাসী লেখক অনরে দ্য ব্যালজাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং জীবন রসিক জীবন সরকারের কয়েকটি ছোটগল্প

নিয়ে এই সময়ের অনেক সাহিত্য সমালোচক আলোচনা করলেও, এই গল্পকারকে নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা এখনও হয়নি। প্রথিতযশা সাহিত্য সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, অলোক রায় প্রমুখ অনেকেই তাঁর গল্প নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে একটু-আধটু আলোচনা করেছেন। অথচ তাঁর গল্প ভাণ্ডারে যে জাদু আছে, তা পাঠকের বোধকে পৌঁছে দিতে পারে মূল্যবোধের এক অমূল্য জগতে। আসলে বর্তমানে মানুষ এমন একটা সময়ে বাস করছে, যেখানে মানুষ আছে অথচ মানবতা কমে যাচ্ছে, আস্ফালন আছে কিন্তু চিন্তার অবকাশ কমে যাচ্ছে, বাহুবল আছে অথচ বুদ্ধির ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, আস্ফালন আছে কিন্তু ঠিক আনন্দটাই যেন নেই— যুগ ও সময়ের এই সন্ধিক্ষণে জীবন সরকারের গল্পগুলি আমাদের অনেককিছু শেখায়— ভাবায়। তাঁর গল্পের সেই 'জ্যোতি'কে আরও প্রজ্জ্বলিত করে তুলে ধরতেই আমার এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য। আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম দিয়েছি— ''জীবন সরকারের ছোটগল্প : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ও বাঙালী জীবন কেন্দ্রিক সমীক্ষা।''

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। আর সর্বশেষ অধ্যায়ে সমগ্র আলোচনার সার্বিক মূল্যায়ন করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায়	:	জীবন সরকারের সাহিত্য-জীবন ও ছোটগল্প লেখার সূত্র সন্ধান
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জীবন সরকারের ছোটগল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ ও উদ্বাস্তু জীবনের নানা দিক
তৃতীয় অধ্যায়	:	জীবন সরকারের ছোটগল্পে নাগরিক জীবন ও গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ
চতুর্থ অধ্যায়	:	জীবন সরকারের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রণের দক্ষতা
পঞ্চম অধ্যায়	:	জীবন সরকারের ছোটগল্পে ছোটদের (শিশু-কিশোর) প্রসঙ্গ
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	জীবন সরকারের ছোটগল্পে বিষয়ের প্রেক্ষিতে ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা
উপসংহার	:	সামগ্রিক মূল্যায়ন

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— জীবন সরকারের সাহিত্য-জীবন ও ছোটগল্প লেখার সূত্র সন্ধান। জীবন সরকারের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে 'সাপ্তাহিক জনতা' পত্রিকায়। গল্পের নাম— 'জনান্তিক'। এরপর কলম আর থেমে থাকেনি। অনেক অনেক গল্প লিখেছেন এবং তারই ভাণ্ডার তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি— 'কাছিম', 'পদাতিক', 'পায়ের শব্দ', 'সেজানের দিনরাত্রি', 'জীবন ও চালি', 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'ছিন্নমূল', 'হিরুর ঘর', 'ওরা চারজন', 'অন্যকোন পাখি', 'জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি। উপন্যাসও লিখেছেন অনেকগুলি— 'নদীর নামে নাম',

‘বামনহাট প্যাসেঞ্জার’, ‘রাস্তায় রক্তের দাগ’, ‘বড়মা বৃত্তান্ত’, ‘একজন মানুষ’। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখছেন— ‘ওদলাবাড়ির হাতি’, ‘ছোটদের সেরা গল্প’, ‘আমার দুঃখী বাংলা’। কাব্যগ্রন্থও আছে একটি— ‘এই আলোয় এই হাওয়ায়’। এছাড়া অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা যেমন— ‘তিনজন’, ‘অন্যদিন’, ‘জ্যৈষ্ঠের ঝড়’, ‘কবি পক্ষের কবিতা’, ‘নতুন গল্প’ সম্পাদনা করেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্য সাধনার জন্য ‘ত্রিবিত্ত’, ‘সীমান্ত সাহিত্য’, ‘অমৃতলোক’, ‘মেধা’ ইত্যাদি অনেক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। জীবন সরকারের গল্পের পাতায় পাতায় নানাভাবে উঠে এসেছে মানুষের উজ্জ্বল অস্তিত্ব ভাবনার কথা। ব্যর্থ, পরাজিত মানবসত্তা যেন কথা হয়ে উঠে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা। এখানেই জীবন সরকারের লেখনীর শক্তি। এখানেই তাঁর সমাজ ভাবনার বিশিষ্টতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— জীবন সরকারের ছোটগল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ ও উদ্বাস্তু জীবনের নানা দিক। স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবন, জীবিকা, মানসিক অবক্ষয় ও গ্লানি, জীবনযুদ্ধের অনিবার্য বেদনা, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম— সেটা যেমন পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম, ত্রিপুরা, দণ্ডকারণ্য এইসব জায়গায় ছিন্নমূল বাঙালীর উপেক্ষিত যন্ত্রণার কান্না ভাষা পেয়েছে জীবন সরকারের ছোটগল্পে। নির্ভূম, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে কীভাবে নিশ্চয়তা, সুস্থতার অর্ন্তধান ঘটলো, মানবিক সম্পর্কগুলো বদলে গেল— যে দেশে আস্তানা পেয়েছে তার মাটি কেমন, মানুষ কেমন, আকাশ কেমন— সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই মানুষগুলোর জীবনকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন জীবন সরকার। কোন্ অনিবার্য কারণের ফলে তাদের এই ভাগ্যবিড়ম্বনা, জন্মভূমি ত্যাগ করে যাযাবরের মতো একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়ানো, স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, সরকারী আশ্রয় শিবিরে, নির্জন দ্বীপে অথবা গহন অরণ্যে এবং যদিওবা মাথা গোঁজাবার আশ্রয়টুকু মিলল, সেখানেও শুধুমাত্র বাঙালী হবার ‘পাপে’ প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হওয়া— সবশেষে বিরূপ পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ কিংবা প্রতিবাদের অঙ্গীকার, এ যে ছিন্নমূল বাঙালীর ভাগ্যলিখন। জীবন সরকার, যিনি নিজেও একজন দেশহারা উদ্বাস্তু, তাই তাঁর কলম ছিন্নমূল নর-নারীর মাটির মায়া ত্যাগ করা, তাদের সংসার ছিন্ন হওয়ার মনুষ্যত্ব লুপ্ত হবার ও জীবনের সব আশা-ভরসার নিশ্চিহ্ন হবার কাহিনীকে এত জীবন্তভাবে দেখাতে পেরেছেন। তাঁর গল্পগুলি পড়লে পাঠক বুঝতে পারে, দেশভাগের বলি সেই রাশি রাশি উন্মুল জীবন, তাড়িত-প্রতারিত মানবাত্মা, মাটির শিকল যাদের ছিঁড়ে গেছে, আন্তরিকভাবে যাদের আস্তানা মেলেনি, আর মিললেও স্থিতি আসেনি জীবনে

আর ভিনরাজ্যের ভূমিপুত্রদের ঈর্ষা ও চোখরাঙানী ইত্যাদির ক্যামরাবন্দী ছবি। লেখকের বর্ণনা পাঠককে জীবন সম্পর্কে এমন এক প্রতীতি হাজির করে যে, মনুষ্যত্বের মৃত্যুর আত্মিক-মূল্য এবং সংকটের এক বোবাকান্নার ইস্তাহার। গল্প পড়তে পড়তে আমাদের মনে হতে থাকে যে, ছিন্নমূল মানুষগুলির জীবন যেন বড় অদ্ভুত, তাদের কোনো উচ্চাশা থাকতে নেই, স্বপ্ন থাকতে নেই, যেন কারো চোখরাঙানি যুক্ত দয়ায় বেঁচে থাকাটাই এদের জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি। উদ্বাস্তু জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, দুঃখ, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম নিয়ে জীবন সরকারের ছোটগল্প যেভাবে আলোকপাত করেছে তা অবশ্যই বর্তমান বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মনের গভীরে সহানুভূতি জাগাবে এবং বিবেককে নাড়া দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— জীবন সরকারের ছোটগল্পে নাগরিক জীবন ও গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ। জীবন সরকার গ্রামজীবনের অসামান্য রূপকার। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পগুলিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ, জীবনচর্যা, তাদের সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার, বাসস্থান, লোকগান সবকিছুরই পরিচয় আছে। মাটির সঙ্গে জীবন সরকারের সম্পর্ক যে ছিন্ন হয়নি, বরং সারা শরীর জুড়ে তা আরও বেশি করে লেপ্টে ছিল তাঁর গ্রামজীবন বিষয়ক গল্পগুলি পড়লেই অনুভূত হয় এবং গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনও চলে যায় গ্রামীণ জীবনের অন্দরমহলে। নাগরিক জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মিক-দ্বন্দ্ব, তাদের জীবন ও জীবিকার হরেক ঘটনা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা-হিংসা-বিদ্বেষ, বেকারত্ব ইত্যাদির ভাবনায় ভরে উঠেছে গল্পের শরীর। তবে এই গল্পগুলিতে আছে আশ্চর্য এক সমাধান সূত্রও— জীবনকে কিভাবে নির্মল করা যায় এবং কিভাবে শুদ্ধতায় উপনীত হওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— জীবন সরকারের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রণের দক্ষতা। জীবন সরকার তাঁর আত্মকথায় বারবার বলেছেন— বাংলার মানুষ, নদ-নদী, নিসর্গই তাঁকে গল্পকার করেছে। তাঁর গল্পে ভাষার জোগান দিয়েছে। প্রকৃতির অমোঘ টানেই বারবার তিনি পথে বেরিয়েছেন। প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের রূপবিভায় বারবার 'পথিক কবি'র মতন রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, তৃপ্ত করেছেন মনের আকুণ্ঠ রূপ তৃষ্ণার পিপাসাকে। বলতে গেলে, প্রকৃতিই ছিল তাঁর অন্তর্লোকের আসল বাড়ি। প্রকৃতির কাছে এলেই তিনি বোধ করতেন অপার তৃপ্তি। আর এই তৃপ্তির সুস্বাদু অভিজ্ঞতামালা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের পাতায় পাতায়। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যেখানেই প্রকৃতির প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানেই দৃষ্টির অর্ন্তলীন মগ্নতা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষণীয়। এইজন্যেই তিনি কথাশিল্পী হয়েও হয়ে উঠেছেন কখনও কখনও কবি ও চিত্রকর। প্রকৃতির মগ্ন প্রেমিক হবার

জন্যেই তাঁর গল্পগুলির ভিতরে প্রকৃতি চেতনার যে রসধারা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তা রঙে-বর্ণে আমাদের কাছে এক মোহমুগ্ধতার আবেশ ফুটিয়ে তোলে। আর সেই প্রকৃতি চেতনার রসধারার নদীতে স্নান করে পাঠকরা শুধু আপ্লুতই হয় না, মর্মের গভীর দেশে এক আনন্দঘন রহস্যানুভূতির তুরীয় আনন্দ অনুভব করে। প্রকৃতিকে তিনি নিবিড় অন্তর গহনের আলোকে রঞ্জিত ও বর্ণিত করে তুলেছেন এবং তাঁর নিজের চোখে দেখা এপার বাংলা-ওপার বাংলার নিজস্ব উপলব্ধির রসসিঞ্চিত অনুভূতি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির গন্ধ লেগে থাকা ছোটগল্পগুলিতে লেখক নিজেকে ভাষ্যকার হিসাবে উপস্থাপিত করে কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতির যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা আনন্দরহস্যের ঘনীভূত বলয়ে এক জীবনরসের সঙ্গে জারিত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলিতে প্রকৃতি কেবল বিপুলা রহস্যময় নয়— বরং প্রিয় সহানুভূতির এক আধারও। এখানেই জীবন সরকারের প্রকৃতি চেতনার বিশিষ্টতা।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— জীবন সরকারের ছোটগল্পে ছোটদের (শিশু-কিশোর) প্রসঙ্গ। ছোটদের বিষয়ে গল্প লিখতে গিয়ে জীবন সরকার রূপকথা-লোককথা-রাজারানী-রাক্ষস-দৈত্য ইত্যাদির কথা বলার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুচরিত্র তৈরী, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলায়। জীবন সরকারের ছোটদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে তাই বারবার উঠে আসে শিশুদের হরেক সমস্যা— সেটা তার শৈশবের সঙ্গে শৈশবকাল পার করে সাবালকত্বে পৌঁছাবে কিনা, তার বেঁচে থাকার শর্তই বা কি, আর এর জন্য শৈশবকালে কি ধরনের প্রচেষ্টা নিতে হবে ইত্যাদির ধারণা দেওয়ায়। বস্তুত এখান থেকেই তাঁর গল্পের ভাষায় যে সমীকরণ তাৎপর্যময় হয়, তা শিশুর শৈশবকে পরিচালিত করতে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা। আসলে শিশুরা তো বড়দের নিয়েই সংঘবদ্ধ। তাই ছোটদের নিয়ে লিখতে বসে ছোটদের গল্পে যখনই বড়দের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে একজন শিশু মনস্তত্ত্ববিদের মতো জীবন সরকার এই ধারণা দিতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে যে— পরিবারে বয়স্ক ও শিশু, অভিভাবক ও সন্তান এদের সম্পর্কবিধি ঠিক কি হবে, কি হওয়া উচিত এসব নিয়ে নানাবিধ ধারণার ব্যাখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— জীবন সরকারের ছোটগল্পে বিষয়ের প্রেক্ষিতে ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা। জীবন সরকারের ছোটগল্পের এত জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর অসামান্য ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা। আঞ্চলিক জীবন বর্ণনা করতে তিনি ঐ অঞ্চলের মানুষগুলোর মুখের ভাষা হুবহু বসিয়ে দিয়েছেন আবার প্রেম কিংবা প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর ভাষা কাব্যময় এবং চিত্রময় হয়ে গেছে। গ্রামজীবন ও নাগরিক জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর গল্পে এসে যায় বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের

হরেক ভাষা। দেশভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল মানুষগুলির কান্নার ভাষায় তাঁর গল্পের পাতা ভিজে যায়। আবার শিশু-কিশোরদের নিয়ে গল্প লেখার সময় ভাষার জাদুকাঠিতে ভর করে তিনি যেন ছোট্টটি হয়ে যান। জীবন সরকারের গল্পের ভাষা সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল এবং গতিশীল। তাঁর ভাষায় আছে উপযুক্ত শব্দচয়ন এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাস। সাধারণ শব্দকে অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন জীবন সরকার। শব্দের অন্তর্নিহিত সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের মধ্যে লক্ষ্যভেদী ক্ষমতা আছে। আর সেই লক্ষ্যের নাম পাঠক ও সমাজ।

উপসংহারে আছে সামগ্রিক মূল্যায়ন। জীবন-মানুষ-পৃথিবী নিয়ে গল্পকার জীবন সরকারের উপলব্ধি— অনুভূতির নিপুণ রূপায়ণের সাক্ষি বহন করে চলেছে প্রবাহিত কাল ও তাঁর সাহিত্য। সময়ের বহমানতায় এ এক নতুন সুর, নতুন আনন্দ— নতুন পাওয়া। জীবনের সাথে মিতালী করে জীবনেরই আল ধরে হেঁটেছেন ভালোবাসার তাগিদে। জীবনের সঙ্গে কাদা মাখামাখিতেও পেয়েছেন আনন্দ, দিয়েছেন আনন্দ। তাইতো লিখতে পেরেছেন, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন। হাঁটু জল থেকে ডুব জল, সেখান থেকে আরও অতল, গভীর, অজানা অন্ধকার— জীবনের নানান তল থেকে ডুব দিয়ে অর্জন করেছেন অভিজ্ঞতার মণি-মুক্তো। জীবন সরকার তাঁর ছোটগল্পের মাধ্যমে পাঠকের বোধকে পৌঁছে দিয়েছেন মূল্যবোধের এক অমূল্য জগতে। সময়ের কাঠিন্যতায় মানুষ ধীরে ধীরে যে মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ক্ষয় করে ফেলেছে, সেই ক্ষয়িত জগত থেকে মানুষকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন জীবন সরকার। তাই জীবন সরকারের ছোটগল্পে আছে এক আশ্চর্য দীপ্তি, যা মানুষকে আলোকিত করতে পারে নতুন চিন্তা-চেতনায়।